দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..22 SEP 1988... ...
পৃষ্ঠা... .. ..5 কলাম ..1 ... ...

C34

শিক্ষাঙ্গন

রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা

মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা প্রভৃতি সমস্যার কারণে দু'টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজনগর উপজেলার ১০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টি বিদ্যালয়ের গৃহের বেড়া ও ছাউনি না থাকাতে ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে লেখাপড়া করছে। ৪৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৪ জন শিক্ষকের পদ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ দীর্ঘদীন যাবত শূন্য রয়েছে। ফলে উপজেলার শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। রাজনগর উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের তীব্র সংকট রয়েছে। ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে বিশ্বব্যাংকের অধীনে ২৪টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও আজ অবধি এ ব্যাপারে বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

এদিকে কুলাউড়া উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও একই ধবনের সমস্যায় জর্জরিত। কুলাউড়া উপজেলার অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান আমলে নির্মিত এসব ভবনগুলোতে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। আশংকাজনক বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— মির্জাপুর, পাতিলা, পাবই, হরিচক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এগুলোর সিলিং ও ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে এবং বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ উল্লেখিত ভবনগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করে মেরামতের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবত কোন কাজ হচ্ছে না। শত শত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ক্লাস করছে। ভবনগুলোর অবস্থাদৃষ্টে ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবরের জগন্নাথ হল মিলনায়তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত সেরূপ ঘটনার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভবনগুলোর মেরামত বা পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেবেন— এটিই অভিজ্ঞ মহল আশা করেন।

—নুরুল ইসলাম শেফুল

Received